# তিনিই আমাদের কৃষ্ণ

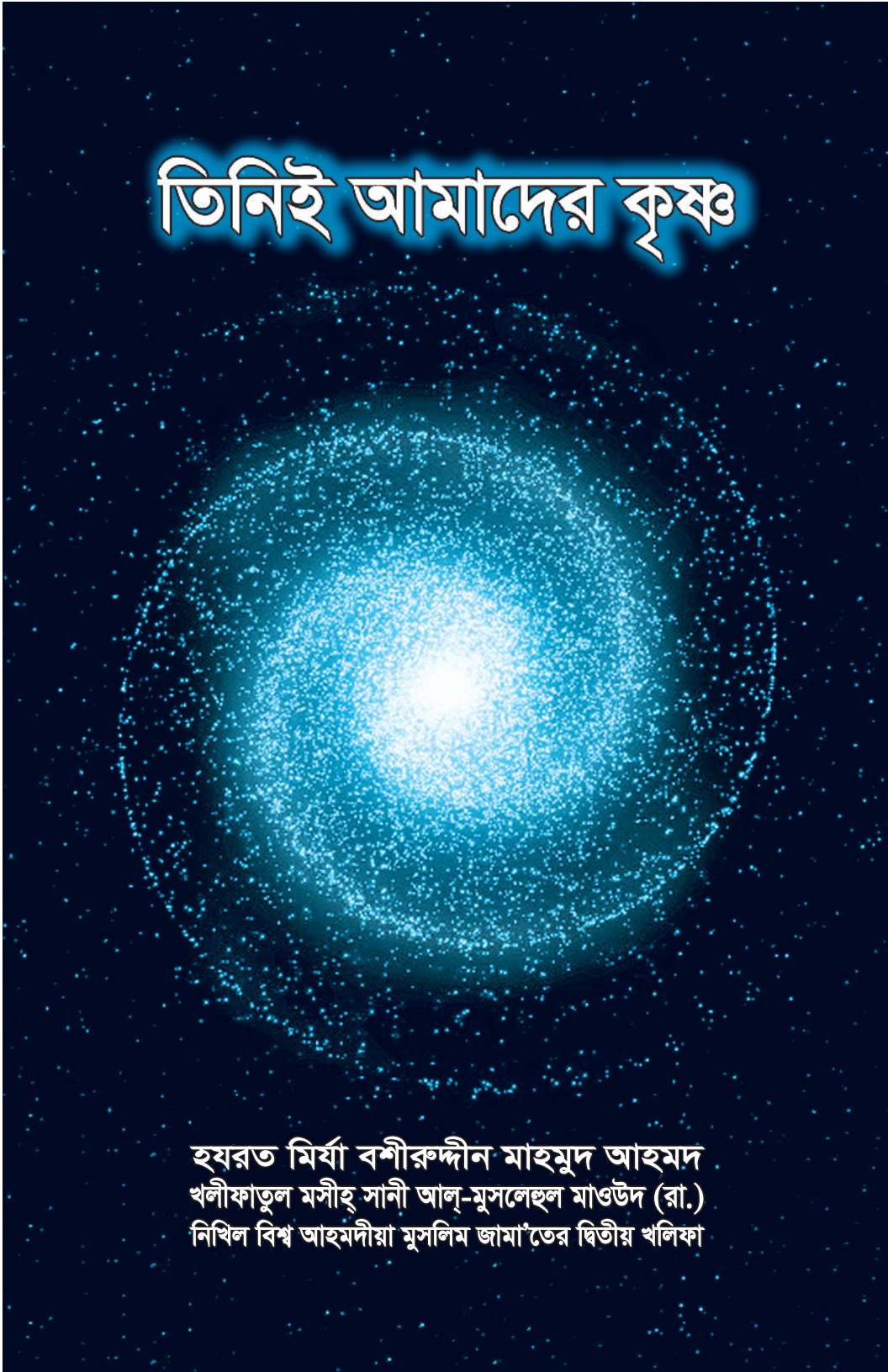

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা

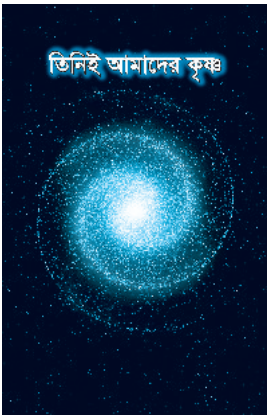


গ্রন্থস্বত্ত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায় | **আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর | **মৌলভী মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী, বি.এ.**
সাবেক আহমদীয়া মুসলিম মিশনারি

প্রকাশকাল ও সংখ্যা | মে ২০০৯, ২০০০ কপি
জানুয়ারি ২০১২, ২০০০ কপি
নভেম্বর ২০১৩, ২০০০ কপি
আগস্ট ২০১৭, ১০০০ কপি

প্রচ্ছদ | মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু

মুদ্রণে | **বাড-ও-লিভস্**
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

**HE IS OUR KRISHN (Murli Wale Krishan Kanaiyya)**

**তিনিই আমাদের কৃষ্ণ**

by **Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Khalifatul Masih Sani Al-Muslehul Maowood ra**

Translated into Bangla by
**Moulvi Mozaffar Uddin Chowdhury, B.A.**
Former Ahmadiyya Muslim Missionery

Published by
**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka
Copy Right : **Islam International Publications Ltd., U.K.**
ISBN 978-984-991-217-0

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# মুরলি ওয়ালে কৃষণ কানাইয়্যা

সব স্রোতোধারা স্রোতস্বিনী যেমন সাগরে মেশে, তেমনি সমস্ত রিসালাতের গন্তব্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁরই (সা.) প্রতিশ্রুত এক মহাপুরুষ সমস্ত ধর্মের সংস্কারের জন্য কুরআনের অধীনে কল্কি অবতাররূপে কলিযুগে (আখেরী যামানায়) আগমন করেছেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি (আ.) বলেন:
ম্যায় কাভি আদম, কাভি ইয়াকুব হুঁ; নিয ইব্রাহিম হুঁ, নাসলে মেরি বেশুমার।
অর্থাৎ আমি কখনো আদম, কখনো মুসা, কখনো ইয়াকুব; আমি ইব্রাহিমও বটে, আমার বংশধর অগণিত।

হযরত খলীফাতুল মসিহ সানী (রা.) এই পুস্তিকাটিতে হিন্দু ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় যুগের ইমামকে চেনার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। পুনর্প্রকাশিত এই বইটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন জনাব মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু।

মহান আল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং এই বইটিকে মানুষের সঠিক পথের দিশারি করুন।

খাকসার

**মোবাশশের উর রহমান**
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা
১৫ জুলাই, ২০১৭ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

# মুখবন্ধ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) হিন্দু ভ্রাতা-ভগ্নীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া উর্দু ভাষায় "ওহী হামারা কৃষণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহা হিন্দি ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং ইহার বহুল প্রচার করা হইয়াছে এবং ইহা সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত সুসংবাদ বঙ্গদেশবাসী হিন্দু ভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান (পূর্ব পাঞ্জাব) সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার 'দাওয়াত ও তবলীগ' বিভাগের নাযের মহোদয়ের উপদেশক্রমে বাংলা ভাষায় উক্ত প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে। অনুবাদে দোষ-ত্রুটি থাকা সম্ভব। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট অনুরোধ, তাহারা যেন ঐরূপ দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রবন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন এবং অতীতের মুনি-ঋষিগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান যুগে আবির্ভূত যুগাবতার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের বিশেষ আশিসের ভাগী হইতে চেষ্টা করেন।

খাকসার

**মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী**
ভূতপূর্ব মিশনারি
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

ডিসেম্বর ১৯৫২
কাদিয়ান পাঞ্জাব, ভারত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

# তিনিই আমাদের কৃষ্ণ

হে প্রিয় হিন্দু ভাইয়েরা! আমরা হিন্দু-মুসলমান একই দেশে বাস করি। সাধারণত একই ভাষায় আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করি। পরমপিতা পরমেশ্বরের সৃজিত সূর্য আমাদের সমভাবে আলো দান করে। তাঁর মনোহর চন্দ্র জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাইকে সমভাবে কিরণ দান করে। রাতের অন্ধকার যখন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে আমরা যখন বিভোর নিদ্রায় অচেতন অবস্থায় শয্যায় শায়িত থাকি তখন তাঁর দুতগণ প্রেমের পাখা বিস্তার করে আমাদের সকল আপদ-বিপদ হতে রক্ষা করেন, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করেন না। সূর্যের প্রখর উত্তাপে হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে তুষাররাশি যখন বিগলিত হয়ে জলস্রোতে পরিণত হয় এবং নদীর দু'কূল প্লাবিত করে, যখন মনোহারিণী গঙ্গা ও যমুনার তরঙ্গরাশি পিপাসার্ত শুষ্ক ভূমিকে জলস্রোতে প্লাবিত করে, তখন তা কখনো হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ জ্ঞান করে না। যে অগ্নি যাবতীয় আবর্জনা ভস্মীভূত করে, মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের বন্দোবস্ত করে তার উদরস্থ নরককে শান্তি দান করে– সেই অগ্নি হিন্দুর নিরামিষ ও মুসলমানের আমিষ রান্নাকালে এর দাহ্যিক শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করে না।

এভাবে ঈশ্বরের দান ও আশিস যখন আমাদের মাঝে কোন প্রভেদ করে না, আমরা কেন তাঁর প্রতি ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শনে তারতম্য করি? সৎ-পিতা ও আপন পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি ও ভালোবাসার তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু স্বীয় পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি ও ভালোবাসার তারতম্য থাকতে পারে না। তারা আপন ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করতে পারে, কিন্তু নিজেদের পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা প্রদানে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার

ভাবই পরিলক্ষিত হয়। তবে কেন আমাদের এমন হীনতর অবস্থা হল যে, আমাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে পরম করুণাময় পরমেশ্বরকেও আমরা ভুলে গেছি?

আমরা কখনো ভেবে দেখি না– আমাদের পাপে মগ্ন দেখেও তিনি আমাদের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তবে কেন আমাদের প্রতি তাঁর অগণিত দান দেখেও আমরা তাঁকে পৃথক করে দেখি? ঝগড়ায় লিপ্ত নির্বোধ শিশুরাও প্রেমময়ী জননীর ডাকে পরস্পরের দ্বন্দ্ব-কলহ ত্যাগ করে তাঁর দিকে ছুটে যায়; অন্নদাতার আহ্বানে স্বাধীন বিচরণকারী পায়রাও আপন স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে তার খাঁচার সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠুরিতে প্রবেশ করে, কারণ অন্নদাতার ডাক সে কখনো উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু, হে প্রিয় হিন্দু ভ্রাতারা! আপনারা কেন পরমেশ্বরের আহ্বানে কর্ণপাত করেন না, যা দ্বারা তিনি সমস্ত বিশ্বকে একত্রিত করার ঘোষণা করেছেন। এরূপ উদাসীনতার কারণ কি? তা কি এজন্য যে, এই ঘোষণা-বাণী একজন মুসলমানের মুখ দিয়ে ঘোষিত করা হয়েছে? আপনারা কি ভুলে গেছেন, পরমেশ্বরের কোন বিষয় সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান ইত্যাদি নাম মানুষের দেয়ামাত্র; পরমেশ্বর যখন কাউকে নির্বাচিত করেন তখন তিনি তাঁকে সকল জাতির বন্ধন হতে মুক্ত করে দেন। তখন তিনি কোন জাতি বিশেষের অন্তর্ভুক্ত থাকেন না, বরং প্রত্যেক জাতি তাঁর এবং তিনি সকলের হয়ে যান।

□

অতএব, হে হিন্দু ভাইয়েরা! এই যুগের অবতারও কোন জাতি বিশেষের নয়। তিনি প্রতিশ্রুত মাহদী, কারণ তিনি মুসলমানদের মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন; তিনি খ্রিষ্টানদের জন্য ঈসা, কারণ তিনি তাদের পথ প্রদর্শনের উপকরণ এনেছেন। হে হিন্দু ভাইয়েরা! তিনি নিষ্কলঙ্ক অবতারও বটে, কেননা তিনি পরম পিতা পরমেশ্বরের পক্ষ হতে আপনাদের জন্য প্রেমের উপহার এনেছেন।

আপনারা প্রাচীন ঋষিগণের সন্তান-সন্ততি। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী ছিলেন বলে আপনাদের যে গর্ব– তা সঙ্গত। আপনারা এমন দর্শনশাস্ত্র উপস্থিত করেন– যার প্রাচীনতার সমকক্ষ আর

দ্বিতীয়টি আপনাদের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভাই! আপনারা কি এই প্রাচীন দেহকে সেই প্রাচীন পবিত্র আত্মা হতে বিচ্ছিন্ন রাখবেন– যা পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে আগমন করে এবং যা পুরাতনতম ও প্রাচীনতম? প্রাচীন ও পুরাতনের আদর ততক্ষণ, যতক্ষণ তাতে প্রাণের স্পন্দন থাকে। পিতামাতা যতই বৃদ্ধ হোক না কেন, আপনারা তাদের অধিকতর শ্রদ্ধা করতে থাকেন, কিন্তু যখন তারা মারা যান তখন তাদের চিতায় ভস্মীভূত করে দেন। বস্তুত প্রাচীনতার মূল্য ততক্ষণ, যতক্ষণ তাতে জীবন থাকে। অতএব, কেন আপনারা আপনাদের প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় জিনিসগুলিতে জীবন দান করতে চেষ্টা করেন না?

খোদা তা'লার এটি চিরন্তন নিয়ম, তিনি যাদের একবার সম্মানিত করেন, তাঁদের প্রতি তিনি সদা কৃপাবান থাকেন এবং তারা যদি ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়ে পবিত্রতা অর্জন করে তাহলে তিনি তাদের অপর লোক হতে অধিকতর সম্মান দান করেন। সুতরাং বাস্তবিকই আপনারা যদি প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন তবে খোদা তা'লা হতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার সংযোগে একে সঞ্জীবিত করুন– যেন তা বর্তমান সময়োপযোগী অনুকূলরূপ ধারণ করে বিশ্বের জন্য কল্যাণের কারণ হতে পারে।

প্রিয় ভাইগণ! জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য হলো, যা জীবিত তা সময় অনুযায়ী উন্নতি করতে থাকে এবং যা মৃত তা একই অবস্থায় পড়ে থাকে ও পরিশেষে পচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আপনারা কি ভাই কখনো ভেবে দেখেছেন, আপনাদের অবহেলার কারণে মহাকাল আপনাদের সভ্যতা ও ধর্মের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে? ভেবে দেখুন, এক পরমেশ্বরের স্থান কত দেব-দেবী অধিকার করেছে। আপনাদের ধর্মগ্রন্থগুলি একবার তলিয়ে দেখুন তো! শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র কি কখনো মূর্তির সামনে মাথা নত করেছিলেন? তাঁরা কি কোন মূর্তির কপালে সিঁদুর দিয়েছিলেন? তাঁরা কি কখনো শিব ও পার্বতীর সামনে হাত পেতেছিলেন? পরমেশ্বরের প্রতি এরূপ উদাসীনতা, পক্ষান্তরে অন্য বস্তুর সামনে মস্তক নত করার প্রবণতা, আপনাদের মধ্যে কোথা থেকে আসলো? পরমপিতা, পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম– যা সকল প্রিয় বস্তুর চেয়ে প্রিয়তম, তা কেন হ্রাস পেল? প্রভুর আসন কেন ভৃত্যকে দেয়া হল? অবশ্যই

এর কোন কারণ থাকতে পারে! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী রামচন্দ্র যা করেন নি, আপনারা কেন তা করছেন? পবিত্র অবতারগণ যে পথে চলেন নি আপনারা কেন সে পথে চলছেন? এর কারণ শুধু এই, জীবনদাতা খোদা তা'লার নিত্য-নতুন বাণীসমূহের প্রতি আপনারা কর্ণপাত করেন নি; প্রাচীন দেহখানি কেবল আঁকড়ে ধরে আছেন। অথচ আত্মাকে সেখান থেকে চলে যেতে দিয়েছেন। গোলাপ ফুল যতক্ষণ বৃন্তে সংযুক্ত থাকে, তা কেমন সুগন্ধপূর্ণ, কত সরস ও সজীব থাকে। কিন্তু তা বৃন্তচ্যুত করে মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করলেও ক্ষণকালের মধ্যেই তা শুকিয়ে যায়, এর সুগন্ধ কেমন করে বিলীন হয়ে যায়! এর একমাত্র কারণ হলো, যে সম্পর্ক ও সংযোগ বৃন্তের নিবদ্ধকালে পুষ্পটিকে সঞ্জীবিত ও সরস রেখেছিল তা হতে একে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

সেরূপ, হে প্রিয় ভাইয়েরা! দর্শন ও ধর্ম উত্তম বস্তু বটে, কিন্তু এর সৌন্দর্য ও মূল্য ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এর সংযোগ ও সম্পর্ক সেই জীবনদাতা বৃক্ষের সাথে থাকে, যিনি পরমেশ্বর। যখনই এর সম্পর্ক তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এর সকল সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়। এমনকি কাগজ বা কাপড়ে তোলা ফুলের মত সুগন্ধও তখন আর এতে থাকে না।

সুতরাং, হে ভাইগণ! আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা শুধু এই কারণেই হয়েছে যে, আপনারা উপরোক্তভাবে সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী রামচন্দ্রের ন্যায় তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণও যদি পরমেশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখত তবে এখনকার মতো এমন অবস্থা কখনো ঘটতো না যে, পবিত্র মুনি-ঋষিগণের বংশধরগণ খোদা তা'লার পবিত্র উচ্চ আসন পরিত্যাগ করে স্বনির্মিত মূর্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করে। কেমন পরিতাপের বিষয়! খোদা তা'লা যে মস্তক চুম্বন করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন আজ সেই মস্তক তার চেয়ে হীনতর বস্তুর সামনে অবনত হয়। যে দৃষ্টি উচ্চে নিক্ষেপ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ পাতালের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এমন কেন হল? এর জন্য কি আর কোন উপায় ছিল না? না-না, এ কখনো হতে পারে না। পরমেশ্বর কি শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের বংশধর ও সেবকদের চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে পারেন? কখনই নয়। তিনি হিন্দুদের

উন্নতি ও সংস্কারের জন্য নিষ্কলঙ্ক অবতারকে প্রেরণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি ঠিক নিরূপিত সময়েই আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি খোদা তা'লার জ্বলন্ত অকাট্য নিদর্শনসমূহের দ্বারা প্রমাণ করেছেন, খোদা তা'লা জীবন্ত ও সর্বশক্তিমান এবং এ যুগে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই যিনি খোদা তা'লার প্রেম লাভ করতে চান তিনি তাঁর সাহায্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন এবং প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ যে পুরস্কার লাভ করেছিলেন– তা লাভ করতে পারেন। আমাদের খোদা এমন কৃপণ নন যে, তিনি তাঁর আশিস একজনকে দান করবেন এবং অন্যকে তা হতে বঞ্চিত রাখবেন। তাঁর ভান্ডারও এতো সীমাবদ্ধ নয় যে, পূর্বযুগে তিনি যা সম্পাদন করতে পারতেন এ যুগে তা করতে অক্ষম।

এ নিষ্কলঙ্ক অবতার কাদিয়ান নামক গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। খোদা তা'লা তাঁর হাতে হাজার-হাজার নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। তাঁর শিক্ষার দ্বারা আবার তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ করতে চান। যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, খোদা তা'লা তাদেরকে ঐশ্বরিক জ্যোতি অর্পণ করেন এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। তাঁর প্রার্থনার ফলে খোদা তা'লা লোকজনের দুঃখ-কষ্ট দূর করেন এবং তাদের সম্মান দান করেন। আপনাদেরও কর্তব্য, তাঁর শিক্ষা পাঠ করে স্বর্গীয় জ্যোতি লাভ করা। যদি কোন প্রকার সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় তবে এই বলে প্রার্থনা করুন, "হে পরমেশ্বর! যদি এই ব্যক্তি, যিনি তোমারই প্রেরিত এবং নিষ্কলঙ্ক অবতার হওয়ার দাবি করেছেন– সত্য হন, তাহলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করতে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও এবং তাঁকে গ্রহণ করতে আমাদের শক্তি দান কর।"

এরূপ প্রার্থনার ফলে আপনারা দেখতে পাবেন, পরমেশ্বর তাঁর স্বর্গীয় নিদর্শনসমূহের দ্বারা নিষ্কলঙ্ক অবতারের সত্যতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করার শক্তি দান করবেন। আর যদি আপনারা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, সত্য বিকশিত হলে আপনারা তাঁর দাবিকে সত্য বলে গ্রহণ করবেন এবং আপনাদের সৃজনকর্তা প্রভুর সাথে শান্তির বন্ধন স্থাপন করবেন– তবে নিষ্ঠার সাথে আমার (পরবর্তীকালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা) কাছে আসুন এবং

আপনাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করাবার জন্য প্রার্থনা করান। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের কষ্ট দূর করে দিবেন এবং আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। কিন্তু তা ঐ প্রথায়ই হবে, যে প্রথায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী রামচন্দ্রের সময়ে হতো এবং এই শর্ত থাকবে, আপনারা এই দুনিয়ার প্রেম পরিত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবেন এবং তাঁর আহ্বান আপনাদের অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছাবেন এবং আল্লাহ্ তা'লার জন্য প্রকৃত প্রেম ও ভালোবাসা জন্মাবার উদ্দেশ্যে তিনি যে শিক্ষা ও নিয়ম নির্দেশ করেছেন তা কাজে পরিণত করে পরমেশ্বরের প্রকৃত প্রেমিক ও একনিষ্ঠ সেবক হবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হোন। তথাস্তু।

**মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ**
খলীফাতুল মসীহ্ সানী,
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

# He is our Krishna

(Murli Wale Krishan Kanaiyya)

**Though brief in size, this article deals with a very deep message. It has everlasting effect. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad[as] of Qadian is the Kalki Avatar of the last Era.**

**Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II, the writer of this article says, if any Hindu brother or sister prays to God as Sri Ramchandra and Sri Krishna did and wants to know the reality of Kalki Avatar, the Creator Almighty Allah would respond to his or her supplication surely. Besides this, he[ra] has added that if someone is intersted to observe the proof of the advent of the Kalki avatar at the present age, he or she is advised to come in contact with the Khalifa of Ahmadiyya Muslim Jama'at.**

ISBN 978-984-991-217-0

978-984-991-217-0